যুগান্তর

তারিখ 19 JAN 2003
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

নতুন লেটার গ্রেডিং পদ্ধতি

এসএসসি ও এইচএসসির জন্য গ্রেডিংয়ের নতুন বিন্যাস হল অবশেষে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা মূল্যায়নের জন্য বর্তমানে প্রচলিত ৬ ধাপের লেটার গ্রেডিং পদ্ধতি সংস্কার করে ৭টি ধাপে সাজানো হয়েছে। এর আগে যে গ্রেডিং পদ্ধতি চালু ছিল তাতে নানামুখী সমস্যা দেখা দেয়ায় এবং কিছু অভিযোগ ওঠায় এই নতুন বিন্যাস। শিক্ষার্থীদের ওপর এদেশে অনেক নিরীক্ষা চালানো হয়েছে। গ্রেডিংয়ের আগে নিরীক্ষা চালানো হয়েছিল এমসিকিউ পদ্ধতি নিয়ে। প্রয়োজনীয় সংস্কার শেষে এখন সেটি আদর্শ অবস্থানে আছে বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করেন। আমরা মনে করি, নতুন বিন্যাস এই গ্রেডিং পদ্ধতিও আদর্শ অবস্থানে পৌঁছবে– দরকার হবে না কোন প্রকার সংস্কারের। এক্ষেত্রে যে কথাটি বলা অসমীচীন হবে না, সেটি হল– যে পদ্ধতিই শিক্ষার্থীদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হোক না কেন, সেটি প্রয়োজনীয় নিরীক্ষা শেষেই তবে উচিত। অহেতুক বিভ্রান্তিতে শিক্ষার্থীদের ফেলা উচিত নয়। একটি পদ্ধতি প্রয়োগের আগেই যাবতীয় নিরীক্ষা সম্পন্ন করা হলে পরবর্তীতে তার সংস্কারের প্রয়োজন পড়ে না। শিক্ষার্থীরা রেহাই পায় অনাকাঙ্ক্ষিত ঝামেলার হাত থেকে।

লেটার গ্রেডিং পদ্ধতির নতুন বিন্যস্ত ৭টি ধাপের ছকে চোখ বুলিয়ে নিলে দেখা যাচ্ছে, ৮০-১০০ নম্বর পেলে লেটার গ্রেড হবে 'এ-প্লাস', গ্রেড পয়েন্ট (পিজিএ) হবে ৫.০০। 'এ' গ্রেড (জিপিএ-৪.০০) পাওয়ার জন্য দরকার ৭০-৭৯ নম্বর। 'এ-মাইনাস' (জিপিএ-৩.৫০)-এর জন্য নির্ধারিত নম্বর ৬০-৬৯। 'বি' (৩.০০) পেতে হলে লাগবে ৫০-৫৯। ৪০-৪৯ নম্বর পেলে দেয়া হবে 'সি' (২.০০)। 'ডি' (১.০০) পাওয়া যাবে ৩৩-৩৯ নম্বর পেলে। ০০-৩২ নম্বর পেলে ধরা হবে 'এফ' গ্রেড (০-০০)। তবে নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোন শিক্ষার্থী কোন বিষয়ে 'এফ' না পেলে এবং তার জিপিএ (গড় গ্রেড পয়েন্ট) যদি সর্বনিম্ন ১-০০ হয় তবেই উত্তীর্ণ বলে বিবেচিত হবে। পুরনো পদ্ধতির 'এফ' গ্রেড আর জিপিএ-১.৫ বা তার বেশি প্রাপ্ত এসএসসি পরীক্ষার্থীরা আগে সাময়িকভাবে উচ্চ মাধ্যমিকে ভর্তির যে সুযোগ পেত, নতুন গ্রেডিং পদ্ধতিতে তা রহিত করা হয়েছে। লেটার 'এ-প্লাস'-এর নম্বরের শ্রেণীব্যাপ্তি ২০ অপরিবর্তিত রয়েছে। তবে লেটার 'এ'কে ভেঙে 'এ' এবং 'এ-মাইনাস' দুটি গ্রেডে ভাগ করা হয়েছে। এখন থেকে শিক্ষার্থীদের ফলাফলে প্রতি বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর লেটার গ্রেডে এবং সব বিষয়ে প্রাপ্ত গ্রেড পয়েন্টের গড় (জিপিএ) উল্লেখ থাকবে। ২০০৪ সাল থেকে অনুষ্ঠিতব্য মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, দাখিল ও আলিম পরীক্ষায় জিপিএ নির্ধারণ করা হবে চতুর্থ বিষয়ে প্রাপ্ত গ্রেড যুক্ত করে। তবে চতুর্থ বিষয় ছাড়াই যারা জিপিএ ৫.০০ পাবে তাদের বেলায় চতুর্থ বিষয়ে প্রাপ্ত গ্রেড নম্বর যুক্ত হবে না। সংস্কার করার পরও কিছু ত্রুটি নতুন পদ্ধতিতে নেই– এমন বলা যাচ্ছে না। কারণ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত লেটার গ্রেডিং পদ্ধতির সঙ্গে এটি সঙ্গতিপূর্ণ নয়। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত গ্রেডিং পদ্ধতিতে নম্বরের শ্রেণীব্যাপ্তি থাকে ১০ করে। অন্য সবার মতো আমাদের ভাবনা, সংস্কার করার পরও গলদ থেকে গেলে এর জন্য ভবিষ্যতে আবার এই গ্রেডিং পদ্ধতির সংস্কারও অনিবার্য হয়ে উঠবে। এ প্রসঙ্গে আগেই বলা হয়েছে, প্রয়োজনীয় সংস্কার আগেই করা হোক। প্রয়োগের পর সংস্কার করা হলে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে বিভ্রান্তির অবকাশ থেকে যায়। আমরা শিক্ষার্থীরা যথাযথ মূল্যায়ন চাই, সে যে পদ্ধতিতেই হোক, শিক্ষার্থীরা বিভ্রান্তির শিকার হবে– এমন কোন পদক্ষেপ আমরা চাই না। আমাদের প্রত্যাশা পূরণে যথাযথ কর্তৃপক্ষ সুনজর দেবেন।

শাহানী রমেশ,
১৩, হেলাতলা সড়ক, খুলনা